তারিখ : 09 SEP 2016
পৃষ্ঠা : ২০ কলাম : ৫

প্রথম আলো

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

এইচএসসির উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ আবেদনের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ●

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জমা পড়েছে ১৯ হাজার ৬৯৯টি, যা গত বছরের দেড় গুণের বেশি। ২০১৫ সালে ১২ হাজার ৪১টি আবেদন করেছিলেন পরীক্ষার্থীরা।

বোর্ড কর্মকর্তারা বলছেন, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন এ বছরই সর্বোচ্চ জমা পড়েছে।

গত বছর ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ৩ হাজার ৯৩ জন পরীক্ষার্থী ১২ হাজার ৪১টি আবেদন করেন। এ বছর ১৮ আগস্ট এইচএসসির ফল প্রকাশের পর ১৯ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এইচএসসির উত্তরপত্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয় বোর্ড। এই সাত দিনের মধ্যে পাস ও ফেল করা ৫ হাজার ৭২৬ জন, পরীক্ষার্থীর ১৯ হাজার ৬৯৯টি আবেদন জমা পড়ে।

বোর্ড কর্মকর্তারা জানান, পুনর্নিরীক্ষণ আবেদনের মধ্যে সর্বোচ্চে রয়েছে বাংলা বিষয়। তারপর রয়েছে ইংরেজি ও নতুন চালু করা তিনটি সৃজনশীল বিষয়।

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক লিয়াকত হোসেন বলেন, এবার বাংলা বিষয়ে পরীক্ষার সময় কক্ষ পরিদর্শকেরা নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) তৈরির নির্ধারিত ৪০ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের দিয়ে তাঁদের হাজিরার ফরমও পূরণ করান। এটা করতে গিয়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সাত-আট মিনিট সময় লেগেছে। অথচ এটা কক্ষ পরিদর্শকদের পূরণ করে দেওয়ার কথা। ফরম পূরণ করার পর পরীক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তর দিতে তাড়াহুড়া করেছেন বলে বাংলায় ফেলের সংখ্যা বেড়েছে। এ ছাড়া তিনটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় অনেকে ফেল করেছেন।

চলতি বছর বরিশাল বোর্ডের অধীনে ৬১ হাজার ৫৩৮ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছেন ৪৩ হাজার ১৫৭ জন। তাঁদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন মাত্র ৭৮৭ জন। গত বছর ৫৫ হাজার ৮০৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছিলেন ২৮ হাজার ৩০৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১ হাজার ৩১৯ জন শিক্ষার্থী।